গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
কাওরান বাজার, ঢাকা - ১২১৫

স্মারক নম্বর: ৩৬.৯৩.০০০০.০২১.০৪.০০১.১৯.৯৯

তারিখ: ২৩ চৈত্র ১৪২৬
০৬ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের অধীন ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলতি মূলধন(working capital) এর জন্য মোট ৯৯.০০ (নিরানব্বই) কোটি টাকা ঋণ প্রদান।**

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৭২ সালে বাংলাদশ ষ্টীল মিলস্ করপোরেশন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন গঠিত হয় । পরবর্তীতে বাংলাদশ শিল্প প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৭৬ (জাতীয়করণ দ্বিতীয় সংশোধনী) অনুযায়ী দু'টি করপোরেশনকে একত্রীভূত করে ১ জুলাই ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন গঠন করা হয় । ফলে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন-এর নিয়ন্ত্রনাধীন মোট ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বর্তমানে অধ্যাদেশটি বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত।

২.০ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে সহযোগিতা করছে। তাছাড়া বিএসইসি'র প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. ও এটলাস বাংলাদেশ লি. বাস, ট্রাক, জীপ, মোটরসাইকেল ইত্যাদি সংযোজনপূর্বক সরবরাহ করে দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/ এপিআই পাইপ, এমএস রড, সেফটি রেজর ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য বিএসটিআই ও আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন ISO সনদ প্রাপ্ত এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত। উল্লেখ্য যে, সরকারি পর্যায়ে এরূপ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখছে এবং বাজারে পণ্যসমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিএসইসি ৬৭.৯০ কোটি টাকা করপূর্ব নীট লাভ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট-ট্যাক্স বাবদ ৪৮৪.৬৮ কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।

৩.০ বর্তমান করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রানাধীন প্রতিষ্ঠাসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ফলে নিম্নে উল্লিখিত ৫টি প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন(working capital)-এর সংকট দেখা দিয়েছে। তাই এ সংকট মোকাবেলা করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার কর্মপরিকল্পনার আওতায় চলতি মূলধনের জন্য ঋণ প্রদান করা হলে প্রতিষ্ঠানসমূহ লোকসান কমিয়ে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

ক) ইস্টার্ণ ক্যাবলস্ লি: চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসান মোট ৯.৯৬ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন লাভজনকভাবে পরিচালিত হলেও শুধু গত বছর ১২.৫৭ কোটি টাকা লোকসান করেছে। এর প্রধান কারণ ১২% থেকে ১৩% হারে ব্যাংক হতে লোন নিয়ে কাঁচা মালামাল ক্রয় করা। বর্তমানে বিআরইবি'র নিকট হতে

৫,৩০৬ কি. মি. বিভিন্ন সাইজের কন্ডাক্টর সরবরাহের জন্য ৪২.০০ (বিয়াল্লিশ) কোটি টাকার কার্যাদেশ অফিস খোলার পরপরই পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত মালামাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (৫০% মালামাল ১২ সপ্তাহ এবং অবশিষ্ট ৫০% মালামাল ১৬ সপ্তাহ) সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বর্তমানে কাঁচা মালামাল সংগ্রহ করাসহ অন্যান্য কাজের জন্য মোট ৩৩.০০ (তেতত্রিশ) কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানটি আগামীতে লোকসান কমিয়ে পুনরায় লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

খ) ন্যাশনাল টিউবস লি: চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফা ৮৮.৫৯ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে ২০.১৫ কোটি টাকার মালামাল সরবরাহের কার্যাদেশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাংক হতে ১২% থেকে ১৩% হারে লোন নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাঁচা মালামাল আমদানী করায় গত ৩বছর লোকসান করেছে। বর্তমানে কাঁচা মালামাল সংগ্রহ করাসহ অন্যান্য কাজের জন্য ২৮.০০(আঠাশ) কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হলে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

গ) জিইএম কোং লি: চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফা ২.০১ কোটি টাকা। গত ২৩/০৩/২০২০ তারিখ নর্দাণ ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) এর সাথে ১৪.৫৯কোটি টাকায় ৩৮৪টি ২০০কেভিএ, ১১/০.৪১৫কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ৩৮৪টি ২০০কেভিএ ট্রান্সফরমার উৎপাদনের জন্য বৈদেশিক কাঁচামাল আমদানী বাবদ ৮.০০কোটি টাকা এবং স্থানীয় কাঁচামাল বাবদ ২.০০কোটি টাকা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটি লোকসান থাকায় প্রতিষ্ঠানের চলতি মুলধনের সংকট রয়েছে বিধায় মোট ১৭.০০ (সতের) কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হলে দ্রুততম সময়ে কাঁচামাল সংগ্রহপূর্বক উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও মেশিনারিজ মেরামত করে লাভজনক অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

ঘ) বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি: এ প্রতিষ্ঠানে ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন এবং পুরাতন প্লান্ট আধুনিকায়ন করার জন্য ২৫.০১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানটির পুরাতন মেশিনারিজ মেরামত কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মতামত অনুযায়ী পুরাতন ভবন মেরামত করা যুক্তিযুক্ত নয় বিধায় পিএসসি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪২.০৮ কোটি টাকার সংশোধিত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২৫/০৩/২০২০ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমার পর প্রতিষ্ঠানের পুরাতন মেশিনারিজ মেরামত কাজ শেষ করে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটি লোকসান থাকায় প্রতিষ্ঠানের চলতি মুলধনের সংকট রয়েছে বিধায় ৭.৫০ (সাত দশমিক পাঁচ শূন্য) কোটি টাকা ঋণ প্রয়োজন।

ঙ) ইস্টার্ন টিউবস লি: ইটিএল'র এলইডি লাইট এ্যাসেমব্লিং প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে কাঁচা মালামাল সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে এলইডি লাইট এ্যাসেমব্লিং প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ায় উৎপাদন শুরু করতে পারলে লাভজনকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটি লোকসান থাকায় প্রতিষ্ঠানের চলতি মুলধনের সংকট রয়েছে বিধায় মোট ১৩.৫০ (তের দশমিক পাঁচ শূন্য) কোটি টাকা ঋণ প্রয়োজন।

৪.০ বর্ণিতবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের অধীন উপরিউল্লিখিত ৫(পাঁচ)টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলতি মূলধন(working capital) এর জন্য মোট ৯৯.০০ (নিরানব্বই) কোটি টাকা ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

৬-৪-২০২০
মোঃ রইছ উদ্দিন
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

ফোন: +৮৮-০২-৮১৮৯৬৪১

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব, বিরা ও বেসরকারি খাত অনুবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৬.৯৩.০০০০.০২১.০৪.০০১.১৯.৯৯/১(৭)

তারিখ: ২৩ চৈত্র ১৪২৬
০৬ এপ্রিল ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, পরিচালক (অর্থ) এর দপ্তর, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
২) হিসাব নিয়ন্ত্রক, হিসাব বিভাগ, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড
৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড
৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ
৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড
৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ইষ্টার্ণ টিউবস লিমিটেড

৬-৪-২০২০
মোঃ সাইদুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক